দৈনিক ইত্তেফাক

33

তারিখ ... DEC 14 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ইসলামী ভার্সিটিতে ২টি নয়া হল ॥ আবাসিক সংকট কমিবে

হোসেন আল-মামুন ॥ দীর্ঘ সাত বছরের ব্যবধানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নূতন আবাসিক হলের মুখ দেখিয়াছে। গত ৫ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক হল এবং বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। '৯২ সালে সাদ্দাম হোসেন এবং জিয়াউর রহমানের নামে দুইটি আবাসিক হল নির্মিত হয়। '৯৫ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নামে প্রথম ছাত্রী হল নির্মিত হয়। নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিব হল লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আবাসিক হলের সংখ্যা দাঁড়াইল পাঁচটিতে। তন্মধ্যে ছাত্রী হল দুইটি।

বঙ্গবন্ধু হলটি ৭ হাজার ৯ শত ১৪ বর্গমিটার আয়তনের উপর অত্যাধুনিক মডেলে নির্মিত। ৮টি ব্লক বিশিষ্ট চারতলা এই হলটির আসন সংখ্যা চার শত ১২টি। তন্মধ্যে দেশীয় ছাত্রদের জন্য ৩ শতটি এবং বিদেশী ছাত্রদের জন্য ১ শত ১২টি আসন বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। হলটিতে ছাত্ররা সব

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী ভার্সিটিতে

(৩য় পৃঃ পর)

ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাইবে। হলের প্রথম প্রভোষ্ট হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সেলিম তোহা জানান, অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু হল ক্যাম্পাসকে যেমন পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়াছে তেমনি ইহা বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিকীকরণের পথও প্রশস্ত করিবে।

৬ হাজার ৬ শত ৯২ বর্গমিটার আয়তনের উপর নির্মিত বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলও অত্যাধুনিক মানের। ইহার সীট সংখ্যা ৪ শত। প্রতিটি তলায় ২টি করিয়া রন্ধনশালাসহ এই হলে সুযোগ-সুবিধার কমতি নাই। হলের প্রথম প্রভোষ্ট হিসাবে দায়িত্ব পাইয়াছেন ইংরেজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ রাবেয়া বেগম। তিনি এই প্রতিনিধিকে জানান, হলটিতে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পূর্ণ উপযোগী ও অনুকূল পরিবেশে ছাত্রীরা লেখাপড়ার সুযোগ পাইবে।

আগামী দুই মাসের মধ্যে হল দুইটিতে শিক্ষার্থীদের আবাসন প্রক্রিয়া চালু হইবে। ইতিমধ্যে হলের অন্যান্য কার্যক্রম শুরু হইয়াছে। '৯৭ সালের যথাক্রমে ১০ অক্টোবর এবং ১৮ই ডিসেম্বর হল দুইটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় যথাক্রমে ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু হল এবং ৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেগম মুজিব হল নির্মাণ করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ '৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ১৩৭ তম সিন্ডিকেট সভায় হল দুইটির নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৮ শত জন আবাসিক সুবিধা পাইতেছে। নূতন হল দুইটির আবাসন কার্যক্রম চালু হইলে তীব্র আবাসিক সংকট হ্রাস পাইবে। উল্লেখ্য, গত ৫ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা শীঘ্রই লালন শাহ'র নামে আরেকটি হল নির্মাণের ঘোষণা দিয়াছেন।